ভিন্ দেশ ও ভিন্ আচরন

(৫)

দিলরুবা শাহানা

কত দেশে কত বিচিত্র পেশার লোক আছেন, আবার একই পেশার লোকও অনেক দেশে রয়েছেন। তবে বিভিন্ন দিক বিবেচনায় তারা একরকম নন, যদিও কাজ বলতে গেলে এক রকমই করেন। যেমন কাপড় সেলাইকারী বা দরজি রয়েছেন সবদেশেই। নাহলে পোষাক তৈরী হবে কিভাবে। তবে ধনী দেশের সাধারন মানুষের ভাগ্যে সবসময় নিজের পছন্দমত পোষাক দরজি দিয়ে তৈরী করিয়ে পরা জুটেনা। কারন দরজি খুবই খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। কারখানায় তৈরী নানা নকশা বা ডিজাইনের পোষাক তারা পরিধান করে থাকেন। আর কারখানা মানেই শ্রমের সূক্ষ্ম শ্রেনী বিভাগ। ফলে একটি পোষাক একজন মানুষের হাতে কখনোই পূর্নাঙ্গ রূপ পায়না। ডিজাইনারের বা নকশাদারের নকশামত একজন কাপড় কাটেনতো অন্যজন সেলাই করেন, আরেকজন বোতাম টাকেন। বিভিন্ন হাত ঘুরে শেষে কাপড় পোষাক হয়ে উঠে।

আর আমাদের দেশে একই লোক নিজের মাথা থেকে আসা নকশামত নিজেই কাটেন, নিজেই সেলাই থেকে শুরু করে বোতামও টেকে দেন। তবে কাজের চাপ বেশী হলে সেলাইয়ে কাজে সাহায্যের জন্য আরেককজন সাহায্যকারী রেখে নেন। দরজি দিয়ে কাপড় সেলাই করিয়ে সবাই পরতে পারেন, শ্রমের তুলনায় দরজির মজুরী তেমন বেশী নয়।

লেখক শংকর ওঁর এক বইয়ে লিখেছিলেন এক আমেরিকান ভারতীয় একমেয়ের কাছে যখন শুনতে পেল তার কাপড় দরজি সেলাই করেছে চোখ কপালে তুলে জানতে চেয়েছিল সে টাটা বা বিড়লা(ভারতীয় ধনাঢ্যরা) পরিবার থেকে এসেছে কিনা।

আমাদের দেশেও দরজি দিয়ে কাপড় সেলাই এখন পর্যন্ত সহজ বলা যায়। তবে আমরা সহজে পাই বলে দরজিকে অতো কদর বা মূল্যায়ন করিনা। যেটি বিদেশীরা করে থাকে।

আয়ারল্যান্ডের মেয়ে ওর্লা বাংলাদেশের দরজির দক্ষতায় ও বুদ্ধিমত্তায় খুব প্রীত। ওর্লা লন্ডনে আমার সহপাঠিনী ছিল। তারও আগে ও বাংলাদেশে কোন এক আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে দুই বছর কাজ করে গিয়েছিল। ঐ সময়ে খুলনাতেও ছিল কিছুদিন।

ওর্লা পরিপাটি থাকা পছন্দ করতো। একবার একটি সুন্দর হুডওয়ালা অটামকোট পরে ইউনিভার্সিটিতে এলো। যেই দেখ্ছিলো কোটটিকে সুন্দর বলছিলো। তখন ওর্লা আমাকে হেসে বলেছিল ‘জান, এটি ঢাকার বঙ্গবাজার থেকে সাড়ে তিনশ’ টাকায় কিনেছি’।

এমন সুন্দর জিনিস বাংলাদেশে পাওয়া যায় আর আমিই দেখিনি কখনো। ওর্লা পরিপাটি থাকে বলেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে সখের জিনিস খুঁজেপেতে বের

করে। আমি বোধহয় আকাশে চোখ রেখে কিছু খুঁজে বেড়াই তাই এমন ভাল জিনিস চোখে পড়েনা।

একবার আমাদের কোর্সের সবাই একসাথে হই। ওর্লা ঐদিন বেগুনী রংয়ের সিল্ক কাপড়ে তৈরী চমৎকার একটি পোষাক বা ড্রেস পরেছিল। আমরা সবাই যদিও কাপড়চোপড়ে মোটামুটী পরিপাটি ছিলাম। তবুও সহপাঠীদের সম্মেলনে ওর্লার এমন জমকালো দামী ড্রেস অনেকের কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হল। তবে ওর্ কাছে ঐ ড্রেসের কাহিনী শুনে আমি খুশীতো হলামই, নিজের দেশের দরজির দক্ষতায় একটু গর্বও যে হলনা, তা অস্বীকার করা যাবেনা।

ওর্লা যখন খুলনাতে তখন এক দরজিকে দিয়ে নিজের নকশা বা ডিজাইন দিয়ে বেশ কিছু পোষাক তৈরী করায়। একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ওর্লা কাজ চালানোর মত বাংলাও জান্তো। ফলে দরজিকে তার বোঝাতে অসুবিধা হয়নি।

তার কাছে জানলাম ঐ কাপড় সে ঢাকার আখি'স(মহাখালী থেকে গুলশান যাতায়াতের পথে ছিল দোকানটি)থেকে কিনেছিল। তারপর নিজে নকশা এঁকে দরজিকে বলতেই ও বুঝে গেল। ওর্লা বললো ঐ লোক লুঙ্গি, টুপি, পায়জামা, ব্লাউজ ইত্যাদি একঘেয়ে সেলাইয়ের কাজ অনবরত করতো। ওর্লার ড্রেস সেলাইতে সে আনন্দের সাথে শিল্পীর সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা ঢেলে দিয়েছিল, যদিও ওর কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিলনা। শেষে ওর্লা কৌতুক মিশিয়ে বলেছিল

'দেখতো, সবাই এমনভাবে তাকালো যে এতো দামী জামা এই অনুষ্ঠানে বেমানান, আমারতো খরচ হয়েছে ত্রিশ পাউন্ডও না, বিলাতে কি দুইশ' আড়াইশ' পাউন্ড খরচ করে এমন জামা কিনতাম কখনো।'

ওর্লা আরও জানালো দরজি যা মজুরী চায় তার চেয়ে চারগুণ বেশী সে দিয়েছিল। তারপরও জামা বা পোষাকগুলো যখন সে ভাজ করে দিচ্ছিল তাতে যত্নের সাথে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল 'এমন জামাতো আমাকে আর কেউ বানাতে দেবেনা'।

মনে এইবোধ জাগে যে জীবিকার জন্য যদি কেউ তার পছন্দের কাজটি করতে পারে তখন তাতে পরিশ্রম হলেও সে শিল্প সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে পায়। তবে সেই কাজ যেন আবার অন্যের অমঙ্গল ডেকে না আনে। যেমন অন্যের তেলের খনি দখল বা বাড়ীর উঠোনে ক্যানাবিস চাষ কারোর সখের শিল্প হতে পারেনা।

এবার শুনা যাক্ অষ্ট্রেলীয় শিক্ষিত দরজির গল্প। ওর নাম বার্বারা। নিউজিল্যান্ডের ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন ইনষ্টিটিউটের ডিপ্লোমা আছে ওর। তবে প্রচন্ড সংসারী নারী। চারটি সন্তানের মা। ঘরের কাজের মাঝ থেকে সময় বাঁচিয়ে সেলাইফোঁড়াই করে থাকে।

প্রধানতঃ বারবারা alter বা পরিবর্তন বা মেরামতের কাজ ঘরে বসেই করে। বড় বড় একটি বা দুটি কোম্পানী যেমন Just Jeans এইজাতীয় সংস্থার কাপড়চোপড়ের ত্রুটিবিচ্যুতি ঠিক করে থাকে। আমিও বারবারার খোঁজ পাই একটি প্যান্ট লম্বায় ছোট করানোর প্রয়োজনে। সুপারমার্কেটে করালে নির্ঘাত পনেরো

ডলার নিত, বারবারা সেই কাজ সমান দক্ষতায় করে দিল সাত ডলারের বিনিময়ে।

এরপর প্রয়োজনে একই ধরনের কাজ অনেক করে দিয়েছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরও উপকার হয়েছে বারবারার খোঁজ পেয়ে।

কেউ যদি ফ্যাশনেবল্ ড্রেস তৈরী করাতে চাইতো তাও সে করে দিতো। তবে ঐ ধরনের কাজ বছরে একটি দু'টির বেশী সে নিতে পারতো না সময়ের অভাবে।

একবার বারবারা এক ব্রাইডাল ড্রেস বা কনের পোষাক বানানোর দায়িত্ব নেয়। খুব সখের শিল্প যেন তৈরী হল ওর হাতে। একই পোষাক সামান্য অদলবদল করে দুই পোষাক হয়ে উঠে। প্রথমটি ফিতাবিহীন খোলাকাধের জামা তারসাথে আলতো ভাবে কাধে ফেলে রাখার জন্য ওড়নামত চমৎকার চুমকি ও পুঁতি দিয়ে নকশা করা র‍্যাপ(wrap)।

তারপর আলাদা করে দুই ফিতা আটকানোর ব্যবস্থাও করেছে। সেই ফিতাতে সোরাভস্কির ক্রিষ্টাল বসানো। র‍্যাপ বা ওড়নাছাড়া ঐ ফিতা আটকে পোষাকটি পরা মানে সম্পূর্ন নতুন এক পোষাক পরা। ধরাই যাবেনা যে কেউ একই জামা পরেছে।

আমি বারবারার দক্ষতায় চমৎকৃত। পরিচিত একবন্ধু কাপড় কিনে ঢাকার ডিগ্রীবিহীন দরজির ব।ন।নো একটি জামা বা লংড্রেস দিয়ে ওকে ঐ জামাটির মত তৈরী করে দিতে অনুরোধ করেন। কাপড়ের দামের চেয়ে বানানোর মজুরীই বেশী দিতে হবে, তবু সখ হল। তারপর অনেকদিন বারবারার আর খবর নাই। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল শপিং সেন্টারে। কিছুটা বিব্রত ও ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বললো

'আমি প্যাটার্ন খুঁজছি, পেলেই তোমার বন্ধুর ড্রেস তৈরীতে হাত দেব।'

আমি হতভম্ব ওর কথা শুনে। নমুনাই দিয়েছে আবার কেন প্যাটার্ন খোঁজা। প্রায় বছরখানেক পর বারবারার কাছ থেকে কাপড় ও নমুনার পোষাক ফেরত আনি। কারন তখনও সে প্যাটার্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরে জানলাম কনের জামাও সে প্যাটার্ন দেখেই তৈরী করেছে। শুধু ঐ ওড়না ও আলাদা ষ্ট্র্যাপ বা ফিতা লাগানোর চিন্তা সম্পূর্ন তার নিজস্ব। এখানেই বারবারা তার সৃজনশীলতাকে প্রসারিত করেছে শিল্পের ছোঁয়া দিয়ে। সেলাইকাজ বারবারার মতে তার Passion এটা তার Profession নয়। তাতেই সে আনন্দিত।

আমাদের বাংলাদেশের দরজির প্যাটার্ন লাগেনি। মাপের জামা ও মুখে নকশা বলে দিতেই সে বুঝে নিয়েছিল।

ওরলা কেন বাংলাদেশের দরজির দক্ষতায় মুগ্ধ ও তৃপ্ত কারন পছন্দের কাজে অন্তরের ছোঁয়া দিয়ে ঐ দরজি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আমাদের দেশের সহজসধারন মানুষেরা যথেষ্ঠ বুদ্ধিমান। তারপর যদি যথার্থ প্রশিক্ষণ পেতেন তবে তারা অসাধারন কর্মসাধন করতে পারতেন এতে কোন সন্দেহ নেই।